# [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

---

# [redacted]

[redacted]

শুক্রবার বিকেলে শ্যামপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির উদ্যোগে এ জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

জনসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্যামপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আসাদুজ্জামান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান সাতু, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক ফয়েজ মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম এবং শ্যামপুর ইউনিয়নের সাবেক ইউপি সদস্য পাঞ্জাব মণ্ডল।

শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস হোসেনের সঞ্চালনায় জনসভায় স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, ‘এ দেশে ভারতের রাজনীতি চলবে না। বাংলাদেশের জন্য শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কষ্ট করেছেন। তিনি যদি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা না দিতেন, তাহলে আমরা সিকিমের মতো অঙ্গরাজ্যে পরিণত হতাম।’

তিনি আরও বলেন, ‘শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শুধু স্বাধীনতার ঘোষকই নন, তিনি অস্ত্র হাতে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং বিভিন্ন সেক্টর ভাগ করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় ভূমিকা রেখেছেন। মাত্র নয় মাসে দেশ স্বাধীন হয়েছে। তিনি চাইলে দেশের প্রধানমন্ত্রী কিংবা সেনাবাহিনীর প্রধান হতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা না করে দেশের দায়িত্ব সাধারণ মানুষের কাছে হস্তান্তর করেছেন।’

কামরুল হাসান বলেন, ‘পরবর্তীতে আমাদের প্রিয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আপনাদের জন্য কষ্ট করেছেন। সর্বশেষ বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানও আপনাদের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তাই এই দেশকে যদি রক্ষা করতে চান, এই দলকে যদি রক্ষা করতে চান এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন চান, তাহলে আপনাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।’

জনসভায় উপস্থিত বিএনপির নেতাকর্মীরা বলেন, আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দল থেকে যাকে মনোনয়ন দেওয়া হবে, জনগণ যেন তাকেই ভোট দেন। এ সময় তারা শ্যামপুর ইউনিয়নের বিএনপির চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে সাহিদুল ইসলামকে পরিচয় করিয়ে দেন এবং জনগণকে ঐক্যবদ্ধ

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সৌজন্য সাক্ষাৎ

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাভেদ মাসুদ মিল্টন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

আজ রোববার (১৩ সেপ্টেম্বর) রাষ্ট্রপতির বাসভবন বঙ্গভবনে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

সাক্ষাৎকালে জাভেদ মাসুদ মিল্টন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন এবং তাঁর সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে কুশল বিনিময় করেন।

এ সময় রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সঙ্গে মেহেরপুরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন বলে জানা গেছে।

সরকারকে সহযোগিতা না করে লংমার্চের নামে লংড্রাইভ করছে জামায়াত

গ্যাস-বিদ্যুতের সংকট এখন জাতীয় সংকট, এই সংকট সমাধানে সরকার ও বিরোধী দলকে একসঙ্গে কাজ করা দরকার। কিন্তু জামায়াত এই সংকট সমাধানে সরকারকে সহযোগিতা না করে লংমার্চের নামে লংড্রাইভ করছে

বলে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী রাশেদ খাঁন। এই জামায়াত ৯৬ এর বিএনপির বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন করেছিল। জ্বালানি সংকটকে পুঁজি করে জামায়াত এখন আওয়ামী লীগকে বিক্ষোভ করার সাহস যোগাচ্ছে।

রবিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সকালে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার তেতুলতলা মায়াধরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

এসময় তিনি জামায়াত আমীরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনারা লংমার্চের নামে লংড্রাইভ বন্ধ করুন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রাশেদ খান আওয়ামী লীগের মিছিল প্রসঙ্গে বলেন, আওয়ামী লীগ আর ফিরবে না। শেখ হাসিনা মারা গেলে তার লাশও দেশে ফিরিয়ে আনার মতো শেখ পরিবারের কেউ নেই। আওয়ামী লীগের নেতারা কেউ দেশেই আসতে পারবে না। আওয়ামী লীগ এখন পঁচে গলে ধ্বংস হয়ে গেছে। দেশের জনগণ তাদের আর গ্রহণ করবে না।

জামায়াতের সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম মাসুদের সাম্প্রতিক বক্তব্যের সমালোচনা করে রাশেদ খান বলেন, তিনি তো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি বক্তৃতায় বলেছেন, তিনি অনেক বড় হ্যাডমওয়ালা, তার হ্যাডম নাকি শেখ হাসিনা জানতেন।

আমার ইচ্ছে, আমি শেখ হাসিনাকে যদি পেতাম, তাহলে শফিকুল ইসলাম মাসুদের হ্যাডম বা শক্তি কতটুকু তা জানতে চাইতাম। গুপ্ত বট বাহিনী দিয়ে শফিকুল ইসলাম মাসুদ সহ জামায়াতের নেতারা বিপক্ষ রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের চরিত্র হনন করছে। তারা সেনাবাহিনী মানে না, তারা কোনো বাহিনী মানে না। কারণ তাদের কাছে তাদের বট বাহিনীই সবকিছু।

সার সংকট ও কৃষকের ভোগান্তি প্রসঙ্গে রাশেদ খান বলেন, দেশে কোনো সার সংকট নেই। ডিলাররা কৃত্রিম ভাবে সার মজুদ করে সংকট দেখানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছে। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের ১৭ বছরে সারের ডিলার হিসেবে কারা নিয়োগ পেয়েছে তা সবাই জানে। সরকার সেই সব ফ্যাসিস্ট সুবিধাভোগী সার ডিলারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। সার ব্যবসার পুরো সিস্টেম নতুন করে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এসময় তিনি কৃষকদের ধৈর্য্য ধারণ করার আহ্বান জানান।

এর আগে বেলা ১০টায় সদর উপজেলার তেতুলতলা মায়াধরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন রাশেদ খান।

এসময় জেলা বিএনপির সহ সভাপতি ও বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সভাপতি মুন্সি কামাল আজাদ পান্নু, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন আলম, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি ইমরান হোসেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহিউদ্দীনসহ শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা সভায় অংশ নেন।

বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুরে মৎস্য অবমুক্ত করল মৎস্যজীবী দল

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মৎস্যজীবী দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুরে মৎস্য অবমুক্ত করা হয়েছে। শনিবার মেহেরপুর সদর উপজেলার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাটিকামারী জলমহলে এ মৎস্য অবমুক্ত করা হয়।

মেহেরপুর জেলা মৎস্যজীবী দলের আহ্বায়ক ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি, সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনারুল হক কালু, ‘জনতার চেয়ারম্যান’ শফিকুল ইসলাম, কুতুবপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্ট, জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান সুজন, জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য কিয়ামদ্দিন, সাবেক ছাত্রনেতা ও জেলা মৎস্যজীবী দলের অন্যতম নেতা মো. মুখলেসুর রহমান জাফর এবং চাঁদবিল মৎস্যজীবী দলের অন্যতম নেতা মো. সাব্দার আলী।

এ সময় যুবদল, ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, কৃষক দল, মৎস্যজীবী দল, তাঁতী দলসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মৎস্যজীবী দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

জামায়াতের সঙ্গে আতাত করে আওয়ামী লীগ বিক্ষোভ মিছিল করার সাহস পাচ্ছে

প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী রাশেদ খান বলেছেন, গুলশানে বিক্ষোভ মিছিল করেছে রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ।

জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে গোপনে হয়তো তারা যোগাযোগ করে এই মিছিল করেছে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের সঙ্গে মিলে জামায়াতে ইসলামী বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল। এবারও আওয়ামী লীগ জামায়াতের কারণে আন্দোলন করার সাহস পাচ্ছে।

শনিবার (১২সেপ্টেম্বর) সকালে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সরকারের তিন মাসব্যাপী কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঝিনাইদহে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ ও ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক র্যালি শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

রাশেদ খাঁন বলেন, জামায়াত নেতারা বলছেন, আওয়ামী লীগ রাজনীতিতে ফিরলে তাদের আপত্তি নেই। কিন্তু আমরা বলতে চাই, দেশের জনগণ আওয়ামী লীগের রাজনীতি আর মেনে নেবে না।

এর আগে তিনি ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসন আয়োজিত ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক র্যালিতে অংশ নেন। এসময় জেলা বিএনপির সভাপতি এমএ মজিদ, সহ সভাপতি মুন্সি কামাল আজাদ পান্নু, আনোয়ারুল ইসলাম বাদশা, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম পিন্টুসহ বিএনপি ও অঙ্গ

সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে মহিলা দলের ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী মেহেরপুরে পালিত হয়েছে। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪টায় মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়।

র্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কমিউনিটি সেন্টারে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক লায়লা আঞ্জুমান বানুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও জেলা মহিলা দলের উপদেষ্টা রোমানা আহমেদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আনছারুল হক, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, সাবেক জেলা বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হক মিন্টু, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক ফিরোজুর রহমান ফিরোজ, জেলা মহিলা দলের সহ-সভাপতি সাবিহা সুলতানা, জেলা মহিলা দলের সহ-সভাপতি নাজমা খন্দকার, গাংনী মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক খালেদা ইয়াসমিন এবং জেলা মহিলা দলের সাবেক মহিলা বিষয়ক সম্পাদক নাজমুন নাহার রিনা।

আলোচনা সভাটি সঞ্চালনা করেন গাংনী উপজেলা মহিলা দলের সভাপতি ফরিদা পারভীন।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

“বৃক্ষ দিয়ে সাজাই দেশ, সবার উপরে বাংলাদেশ” এই স্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)’র ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার (৫ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে বিএনপির কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা গ্রামে এ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি আলমগীর খান ছাতু, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, জেলা জাসাসের সদস্যসচিব এ. বাকী বিল্লাহ এবং জেলা বিএনপির সাবেক সহসাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের আহ্বায়ক আলিফ আরাফাত খান, বুড়িপোতা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি নাসির উদ্দিন এবং ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ওমর ফারুক।

কর্মসূচিতে স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। এ সময় বিভিন্ন প্রজাতির বনজ, ফলজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সারাদেশে পাঁচ কোটি গাছের চারা রোপণের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবে গত ছয় মাসে সারাদেশে তিন কোটি গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

তিনি আরও বলেন, পর্যায়ক্রমে আগামী তিন মাসের মধ্যে আরও তিন কোটি গাছের চারা রোপণের উদ্যোগ নেওয়া হবে। বনজ, ফলজ ও ঔষধি গাছের

চারা রোপণের মাধ্যমে দেশকে সবুজ-শ্যামলে ভরে তোলার পাশাপাশি কৃষকদের মধ্যেও চারা বিতরণ করা হচ্ছে। মেহেরপুরেও প্রতিদিন বিভিন্ন এলাকায় বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

কর্মসূচিতে বুড়িপোতা ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড বিএনপির নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষে আলোচনা সভা

মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কার্যালয়ে উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হবে।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুর রউফ মাস্টারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কাথুলী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম রবি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান, রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি উপাধ্যক্ষ নাসির উদ্দিন, সাবেক কাউন্সিলর আব্দুল্লাহিল মারুফ পলাশ, বিএনপি নেতা আবু সায়েব পল্টু, সাবেক ইউপি সদস্য শফিকুর রহমান টমা, ধানখোলা ইউনিয়ন বিএনপি নেতা মুস্তাক আহমেদ, নুর ইসলাম, রাশেদ আহমেদ, মুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ আল শাওন, কাথুলী ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান হুসাইন মোহাম্মদ, জাসাসের শরীফ

আলভী, সাবেক ইউপি সদস্য লিটন, কাথুলী ইউপি বিএনপি নেতা মিজানুর রহমান মিজা, বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক সিরাজুল ইসলামসহ দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

আলোচনা সভায় বক্তারা বিএনপিকে তৃণমূল পর্যায়ে আরও শক্তিশালী ও সুসংগঠিত করার ওপর গুরুত্ব দেন। একই সঙ্গে দলের নেতাকর্মীদের অন্যায়-অনিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান।

বক্তব্যে আমজাদ হোসেন বলেন, “বিএনপির কমিটি গঠন করে দলকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। কার কত ভোট রয়েছে, তা সাংগঠনিকভাবে প্রমাণ করতে হবে। তিনি বলেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে, তবে নিজে কোনো অন্যায় করা যাবে না। কোনো অন্যায়ের অভিযোগ থাকলে তা জানালে প্রতিকার না হলে নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি।”

জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান বলেন, “বিএনপিকে ভোট না দিলে কি বিএনপি থাকা যায় না, বিএনপির করা যায়? একটি মহল বিএনপিকে ভোট না দিয়েও দলের পদ-পদবি ব্যবহার করে সুযোগ-সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করছেন।”

আলোচনা সভায় বিএনপির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

শেষে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষে নেতাকর্মীরা দলকে আরও সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

মেহেরপুরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুর জেলায়

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার বিকেলে জেলা বিএনপির আয়োজনে আমঝুপি থেকে ইসলামনগর যাওয়ার রাস্তার দুপাশে এ বৃক্ষরোপণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সহসভাপতি আলমগীর খান সাতু, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব এ. বাকাবিল্লাহসহ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বিভিন্ন নেতাকর্মী।

এ সময় উপস্থিত নেতাকর্মীরা রাস্তার দুপাশে গাছের চারা রোপণ করেন।